দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়

খবরে প্রকাশ, নেত্রকোনায় জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হইতেছে। সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া উচ্চবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে এই ঘটনা। গত ১০ জুলাই ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড জেএসসি পরীক্ষা ২০১৭-এর ফি আদায় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বিজ্ঞপ্তিতে জেএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০, কেন্দ্র ফি ১৫০, বিলম্ব ফি ২৫ টাকাসহ মোট ২৭৫ টাকা ধার্য করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ওই স্কুলটিতে প্রথমে এক হাজার টাকা এবং পরে আটশত টাকা করিয়া ফি আদায় করা হয় বলিয়া জানা যায়। অভিযোগ রহিয়াছে, স্কুলটির প্রধান শিক্ষক নিজেই কম্পিউটার কম্পোজ করিয়া পরীক্ষা ফি ১০০ টাকার বদলে ৬০০ টাকার অঙ্ক বসাইয়া দেন। ইহাতে বোর্ডের নিয়ম শুধু লঙ্ঘনই করা হয় নাই বরং আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে জালিয়াতিরও।

শুধু জেএসসি নহে, আমাদের দেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের ক্ষেত্রেও প্রায়শ অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ ওঠে। কয়েক বৎসর ধরিয়া কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও আদায় করা হইতেছে বাড়তি অর্থ। মূলত পরীক্ষার ফরম পূরণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক কোচিং ফি, মডেল টেস্ট, সেশন ফি ও সেই সঙ্গে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বেতন আদায়ের কারণে মোট ফি-এর পরিমাণ কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফটোকপি, বোর্ডে আসা-যাওয়াসহ অন্যান্য খরচ মিটাইতে ও নানা অজুহাতে ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। অন্যদিকে কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে মফস্বল/ পৌর ও মেট্রোপলিটন এলাকায় উন্নয়ন ফি কতটাকা পর্যন্ত নিতে পারিবে, তাহার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রহিয়াছে বোর্ডের। কিন্তু বাস্তবে এইসব নিয়মের প্রতিফলন সেইভাবে লক্ষ করা যায় না। ইহাতে বিপাকে পড়ে দরিদ্র পরিবারের অসহায় শিক্ষার্থীরা।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এমনকি শিক্ষা কর্মকর্তারাও এই ধরনের অনিয়মের সহিত জড়িত থাকেন বিধায় ইহার প্রতিকার মিলে না। সুতরাং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এই ব্যাপারে কঠোর হইতে হইবে এবং বোর্ড নির্ধারিত ফি আদায় নিশ্চিত করিতে হইবে। নিয়ম অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থীর নিকট হইতে অনুমোদিত ফি'র বেশি অর্থ নেওয়া হইলে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি এমনকি এমপিও বাতিলেরও বিধান রহিয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা ঠিকমতো নেওয়া হয় না বলিয়া এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎসহ ২২ ধরনের অনিয়ম চিহ্নিত করিয়াছে। তন্মধ্যে এই অতিরিক্ত ফি আদায়ও রহিয়াছে। আমরা মনে করি, পরীক্ষার আগে স্কুল কোচিং বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নহে। স্কুল টেস্টের পর পাবলিক ফাইনাল পরীক্ষার আগ পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালে বেতন, সেশন চার্জসহ অন্যান্য ফি আদায় করাও যৌক্তিক হইতে পারে না। স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটিকে এই ব্যাপারে যৌক্তিক ও মানবিক আচরণ করিতে হইবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর